কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলায় চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার মিরপুরে গ্রাম্য দলাদলির কারণে প্রতিপক্ষকে ফাঁসানোর জন্য সাহাবুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে শ্বাসরোধে হত্যা মামলায় চার আসামিকে যাবজ্জীবন কারদণ্ড দিয়েছেন আদালত

সেই সাথে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন আদালত।

সোমবার (৩০ মার্চ) দুপুরে কুষ্টিয়ার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এনায়েত কবির সরকার দণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামির উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নের মিটন পশ্চিমপাড়ার মহিন প্রামাণিকের ছেলে আসাদুল প্রামাণিক ওরফে কালু (৪৪), একই এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে হাবিল হোসেন (৫৫), ওমর আলীর ছেলে মিলন হোসেন (৩৫) এবং মাজিহাট এলাকার মসলেম মোল্লার ছেলে এবং মিটন পশ্চিমপাড়ার জালাল বিশ্বাসের জামাতা আবু তাহের (৪৭)।

রায় প্রদানকালে দণ্ডপ্রাপ্ত আবু তাহের ছাড়া অপর তিনজন আসামি উপস্থিত ছিলেন। আবু তাহের পলাতক রয়েছেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, স্থানীয় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। তাদের মধ্যে হামলা, মামলা, মারধর ভাংচুর, লুটপাটের ঘটনা ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী।

তারই ধারাবাহিকতায় এই মামলার বাদী সুমী খাতুনের স্বামী কৃষিশ্রমিক সাহাবুল মন্ডল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত ।

২০১৯ সালের ২০ অক্টোবর বিকালে মিটন গিয়াসমোড় এলাকায় বাজার করতে যান সাহাবুল ইসলাম এবং তার ছেলে সাব্বির। বাজারের ব্যাগসহ সাব্বিরকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন সাহাবুল। তার পর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

পরদিন ২১ অক্টোবর বুরাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনের একটি ধৈঞ্চা ক্ষেত থেকে সাহাবুল ইসলামের লাশ উদ্ধার করে মিরপুর থানা পুলিশ।

এ ঘটনায় ওইদিন মিরপুর থানায় অজ্ঞাতনামা আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন সাহাবুল ইসলামের স্ত্রী সুমি খাতুন। যার মামলা নং-২৫।

মামলাটি তদন্ত শেষে মিরপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এসএম জাবীদ হাসান ২০১৯ সালের ৩১ জানুয়ারি চারজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

এ মামলায় দীর্ঘ বিচারকার্যে ১৭ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন আদালত।

গাংনীতে হেফজখানার খাদেম হত্যা মামলায় ২ জনের যাবজ্জীবন

গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের হেফজখানার খাদেম ছৈরুদ্দিন হত্যা মামলায় ২ জনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে আরো ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে আদালত।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন, গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আলী হোসেনের ছেলে ইমদাদুল হক ইন্দা ও একই গ্রামের শুকুর আলী ছেলে মো: খোকন আলী।

আজ মঙ্গলবার (৮ আগষ্ট) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ শহিদুল্লাহ্ এই রায় দেন।

মামলার বিবরণ জানা গেছে, ২০২০ সালের ২ সেপ্টেম্বর গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রামের ছৈরুদ্দিন সাহেবনগর কবরস্থান সংলগ্ন হেফজখানা কমিটির খাদেম ছিলেন। ঘটনার দিন সকাল ৯ টার দিকে হেফজখানায় দান করা ৩ ছাগলের জন্য কাঁঠালের পাতা কাটতে যান। ঐদিন সকাল ৯ টা ১০ মিনিটের দিকে ছৈরুদ্দিন সাহেবনগর গ্রামের মিন্টু মিয়ার মেহগনি

বাগানের কাছে পৌঁছানোর পর জঙ্গলের মধ্যে পাতা কাটতে ঢোকেন। এসময় সেখানে ওৎ পেতে থাকা ইমদাদুল হক ইন্দা ও মো: খোকন আলী তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলে রেখে চলে যায়।

এ ঘটনায় নিহত ছৈরুদ্দিনের ছেলে আখের আলী বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৩০২/৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। গাংনী থানার মামলা নং ০২, তারিখ ০৩/০৯/২০২০ ইং, জি আর মামলা নং ২০৬/২০২০। সেশন মামলা নং ৩২০/২০২১।

প্রথমে মামলাটির তদন্ত ভার পড়ে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাজেদুর রহমান। পরে মামলাটি কুষ্টিয়ার পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পি বি আই)’র এসআই শরিফুল ইসলাম মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ইমদাদুল হক ইন্দা ও খোকন আলিকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ২৩ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এতে আসামী ইমদাদুল হক ইন্দা ও মো: খোকন আলী দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ বিচারক তাদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ সন্দেহতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাদের ২ জনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে আরো ১ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

মামলা রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিডিউটর অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য এবং আসামীর পক্ষে অ্যাডভোকেট আতাউল হক ও অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান কৌশলী ছিলেন।